ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবে মুক্তি পাবে 'টাইগার ৩', জানালেন সালমান — পৃঃ ৫

সুপার ফোরে উঠতে ভারতের সামনে অঙ্ক কী? — পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৪৮ ● কলকাতা ● ২১ ভাদ্র, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কৃষ্ণময় মায়াভূম ইসকন, ভক্ত সমাগমে মুখরিত মন্দির

মায়াপুর, ৭ সেপ্টেম্বর: নিউজ সারাদিন : ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী বিভিন্নভাবে পালন হল রাজ্য দূরে দুদিনব্যাপী। কোথাও লোকনাথ বাবার পুজো করে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে বাবার মাথায় জল ঢাললেন। এদিকেই মায়াপুরের ইসকন মন্দিরের জন্মাষ্টম পালন হয় বিশ্বের অন্যতম সেরা ধাঁচে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ৫২৫০তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে সেজে উঠেছে মায়াপুরের ইসকন মন্দির। জন্মাষ্টমীর শুভ মহরতে সকাল থেকেই ভিড় দর্শনার্থীদের। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে কৃষ্ণনগরী মায়াপুর হয়ে উঠেছে কৃষ্ণময়।

হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে জন্মোৎসব পালিত শ্রী কৃষ্ণের। সারা ভারতে এই উৎসব ধুমধাম করে পালিত হয়। সাড়ম্বরে এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরা-বৃন্দাবনে। সকাল থেকেই মন্দিরে শুরু হয়ে যায় পুজো আরতি। ফুল ও আলোর মালায় সজ্জিত মন্দিরে ভক্তদের ভিড় থাকে নজরকাড়া। সুন্দর করে সাজানো হয়ে থাকে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি। জন্মাষ্টমী উৎসবের কথা বললে প্রথমেই মথুরা বা বৃন্দাবনের ছবি মনে ভেসে ওঠে। এই বাংলায় শ্রীকৃষ্ণক্ষেত্র বললে নাম করতে হয় মায়াপুরের ইসকন মন্দিরের। প্রতিবছরই এই দিনটিকে ধুমধাম করে বিভিন্ন ভক্তিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন

এরপর ৩ পাতায়

এবার আসছে এই বিশেষ কার্ড! রাজ্যবাসীর জন্য বড় ভাবনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিককে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য প্রদান করা হয়েছে আধার নম্বর। এই আধার নম্বরের মাধ্যমে একজন নাগরিকের সমস্ত তথ্য মজুদ থাকে সরকারের ঘরে। নবান্ন সূত্রে খবর, এই তথ্য ভান্ডার তৈরি করা হবে রাজ্য জুড়ে সমীক্ষা চালিয়ে। এবার রাজ্য সরকার চাইছে প্রত্যেক পরিবারকে নির্দিষ্ট পরিচিতি (ইউনিক আইডেন্টিটি) প্রদান করতে।এই পদ্ধতি চালু হওয়ার আগে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য পরিবারের সদস্যদের অনলাইন বা অফলাইনে জমা দিতে হত তথ্য। তারপর সেই তথ্য যাচাইয়ের পর আবেদনকারীকে পরিষেবা প্রদান করা হত। কিন্তু এই পদ্ধতিতে আগে থেকেই যাবতীয় তথ্য যাচাই হয়ে সরকারের কাছে মজুদ থাকে। ফলে নতুন করে তথ্য যাচাইয়ের প্রয়োজন পড়ে না। অর্থাৎ আধারের ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তি বিশেষের তথ্য মজুত থাকে সরকারের কাছে, এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রত্যেকটি পরিবারের তথ্য মজুত রাখবে এই পদ্ধতির মাধ্যমে। রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিকরা বলছেন, এই পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারের কাছে একটি পরিবারের যাবতীয় খুঁটিনাটি থাকবে। যেমন ওই পরিবারের কোন সদস্য কোন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পান, তাদের পরিচয় ইত্যাদি সংরক্ষিত হবে সরকারের ঘরে।

সরকারি পরিষেবা পাওয়ার জন্য পরিবারের প্রত্যেক সদস্যদের আলাদা করে নথি

এরপর ৩ পাতায়

বঙ্গ বিজেপি নেতাদের নজরদারিতে এবার মিসড কল!

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বঙ্গ বিজেপি নেতাদের নজরদারিতে এবার মিসড কল! বাংলার বিজেপি নেতাদের উপর ওভরস্থ নেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের? তাই কি বাংলার নজরদারি তথা নেতাদের ফাঁকিবাজি ঠেকাতে এবার নয়া কৌশল দিল্লির? বুথ সংগঠনকে মজবুত করতে হবে, অমিত শাহ থেকে জে পি নাড্ডা-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি এ রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের তরফে বারবারই এই বার্তা দেওয়া হয়ে থাকে। জনসংযোগ এবং সাংগঠনিক নানান বিষয় নিয়ে প্রবাস কর্মসূচিতে একাধিক কেন্দ্রের তাবড় তাবড় নেতারা অংশ নেবেন। এর আগে মিসড কল দিয়ে পদ্ম শিবির সদস্য সংগ্রহ অভিযানে ঝাঁপিয়েছিল গেরুয়া শিবির। বিগত দিনে বেশ ভালই সাড়া পাওয়া যায় তাতে। যদিও পরবর্তীকালে মিসড কলের মাধ্যমে সদস্য হলেও অনেকেরই বর্তমানে অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছে না রাজ্য বিজেপি। তবে এবার নেতাদের কাজের হিসেব নিতে মিসড কল কৌশল বা দাওয়াইয়ে কতটা রাজনৈতিকভাবে লাভবান হবে বঙ্গ বিজেপি, তা নিয়ে দলের অন্দরেই নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।কিন্তু বাস্তবের ছবি নিয়ে শঙ্কিত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত প্রত্যন্ত এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংশ্লিষ্ট

এরপর ৩ পাতায়

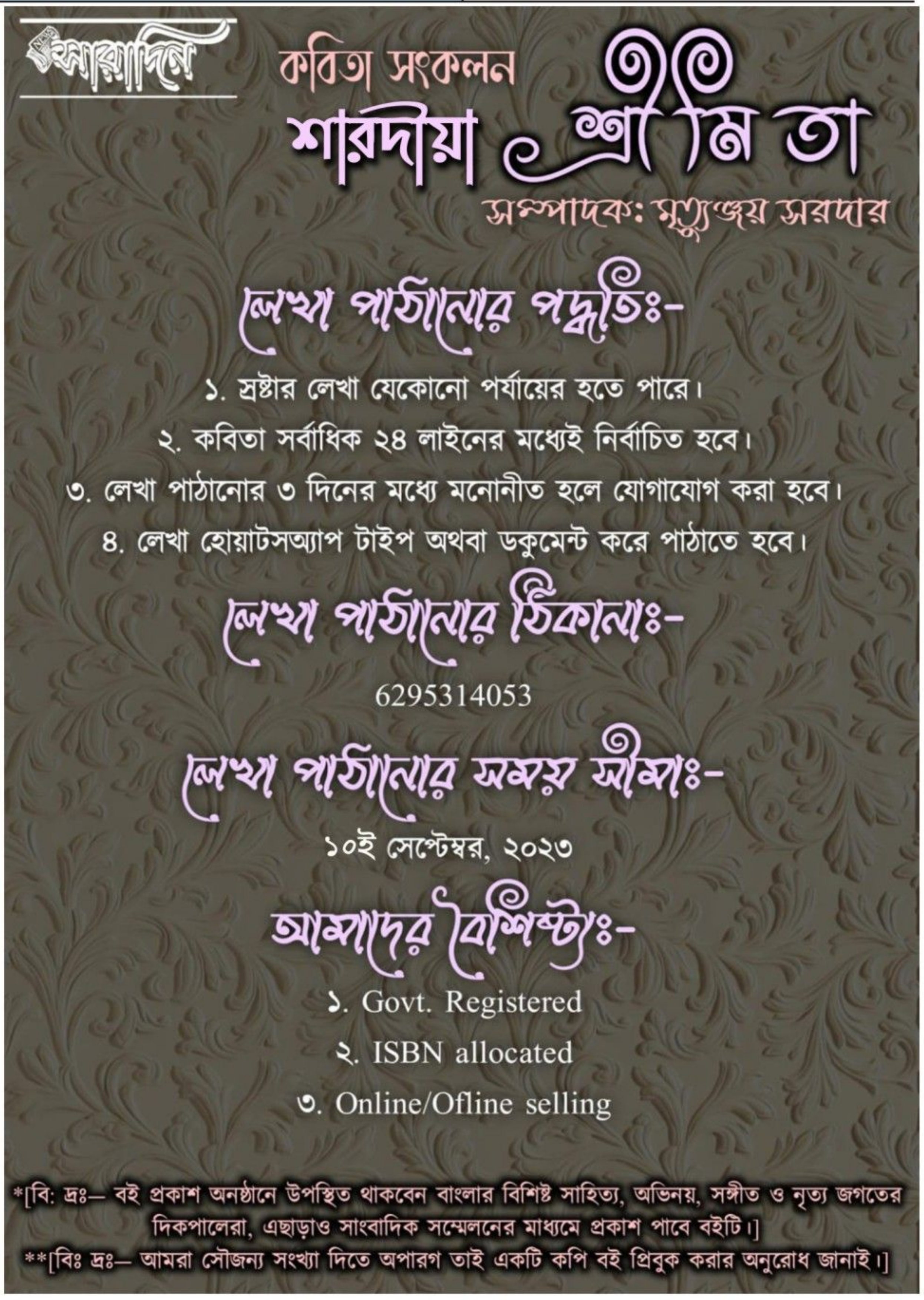

মুখ্যমন্ত্রী বাদে বাকি সব মন্ত্রী বিধায়কদের

বেতন বাড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুজোর মুখে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মন্ত্রী এবং বিধায়কদের জন্য সুখবর ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে রাজ্য বিধানসভার মন্ত্রী এবং বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি করলেন তিনি। তবে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিজের বেতন বাড়াননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।পুজোর মুখে বেতন বৃদ্ধির ঘটনায় স্বভাবতই খুশী মন্ত্রী, বিধায়কেরা। তবে সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রী, বিধায়কদের ভাতা অনেকখানি কম। দিল্লির মতো ছোট রাজ্যে একেকজন বিধায়ক বেতন বাবদ মাসে পান ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এছাড়াও ভ্রমণবাবদ সরকার বছরে তাঁদের জন্য বরাদ্দ করেছে ৩ লক্ষ টাকা। উত্তরপ্রদেশে বিধায়কেরা মাসে পান ১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। এবার এক ধাক্কায় মন্ত্রী, বিধায়কদের বেতন ৪০ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই বৈষম্য অনেকখানি ঘুচল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।এতদিন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পূর্ণ মন্ত্রীদের মোট বেতন ছিল ভাতা সহ ১ লাখ ১০ হাজার। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ৪০ হাজার টাকা বৃদ্ধি করার পরে সেটা বেড়ে হল দেড় লাখ টাকা।

একইভাবে রাষ্ট্র মন্ত্রীদের মোট বেতন ভাতা সহ ছিল ১ লাখ ৯ হাজার ৯০০ টাকা। নতুন নিয়মে তাঁরা পাবেন ১ লাখ ৪৯ হাজার ৯০০ টাকা। বিধায়কদের মোট বেতন ভাতা সহ ছিল ৮১ হাজার টাকা। এখন থেকে সমস্ত বিধায়কেরা প্রতি মাসে পাবেন ১ লাখ ২১ হাজার টাকা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় এই নিয়ে দু'বার বেতন বৃদ্ধি হল মন্ত্রী, বিধায়কদের। মূলত, বিধায়কদের জীবন ধারণের সুবিধার্থেই এই বেতন বৃদ্ধি করা হল বলে সরকার পক্ষের মত। এর ফলে দুর্নীতির প্রবণতাও কমবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সম্প্রতি বিধায়ক থেকে পঞ্চায়েত সদস্য সকল জনপ্রতিনিধির বেতন বাড়ানো উচিত বলে বিধানসভার মধ্যেই মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই যেভাবে বিধায়ক থেকে মন্ত্রী সকলের প্রতি মাসে ৪০ হাজার টাকা করে বেতন বেড়েছে তাতে পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরের জন প্রতিনিধিদেরও বেতন শীঘ্রই বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি বিধানসভায় পাশ হয়েছে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি (মেম্বার্স ইমোলিউমেন্টস্) (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৭' এবং 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যালারিজ অ্যান্ড অ্যালাওন্সেস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৭'। তারপরই এদিন মন্ত্রী, বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধির প্রসঙ্গটি সামনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বেতন বাড়াননি।

হুমকি দিয়েছিলেন কে?

পদত্যাগী উপাচার্যদের জানাতে বলল শিক্ষা দফতর

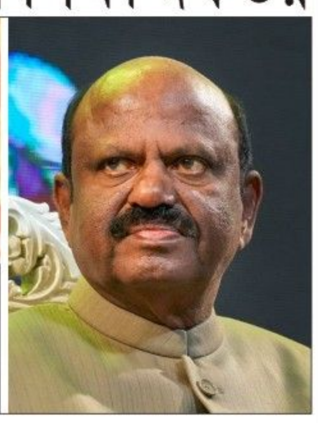

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্য সরকার বনাম রাজভবন সঙ্ঘাত আরও এক ধাপ চড়ল। বৃহস্পতিবারই এক ভিডিয়ো বার্তায় রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস অভিযোগ তুলেছিলেন, 'হুমকি পেয়ে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর নিয়োগ করা পাঁচ উপাচার্য।' আর তার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পদত্যাগী তিন উপাচার্যকে চিঠি পাঠিয়ে অভিযোগের সত্যতা জানতে চাইল শিক্ষা দফতর। বিকেলেই পদত্যাগী উপাচার্যের কাছে জবাব চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে শিক্ষা দফতর। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, 'রাজ্যপাল বলেছেন, আপনাদের পদত্যাগ করার জন্য শিক্ষা দফতর এবং শিক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত আইএএস কর্তারা চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। কারা ওই চাপ সৃষ্টি করেছিলেন, তা জানান। সোমবারের মধ্যে দাবির সপক্ষে প্রামাণ্য নথি জমা দিতে

এরপর ৩ পাতায়

আবেদন করলেই 'ইন্ডিয়া' হয়ে যাবে

'ভারত' জানাল রাষ্ট্রসংঘ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সংবিধানে বলা আছে 'ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত'। অর্থাৎ একটি দেশের দুটি নামই সংবিধানসম্মত। কিন্তু বর্হির্বিশ্ব ভারতকে চেনে ইন্ডিয়া নামে। রাষ্ট্রসংঘের তালিকায় ৭৮ নম্বর দেশটির নাম 'ইন্ডিয়া' ।তবে ইন্ডিয়া শব্দ বাদ দেওয়ার কোনও আভাস সরকারি স্তর থেকে মেলেনি। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, আমার মনে হয় নাম বদলের যে কথা বলা হচ্ছে তা স্রেফ গুজব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবার মন্ত্রীদের 'ভারত'-'ইন্ডিয়া' বিতর্ক এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল অ্যান্টনিও গুতেরেসের মুখপাত্র বলেছেন, কাজটি খুব সোজা। কোনও দেশ তাদের নাম বদল করতেই পারে। এজন্য রাষ্ট্রসংঘের কাছে সরকারের তরফে লিখিত প্রস্তাব পাঠালেই হল।

ওই মুখপাত্র তুর্কির দৃষ্টান্ত দেন। তিনি বলেন, গত বছর তুর্কির নাম বদলে করা হয়েছে তুর্কিয়ে। ওই দেশের সরকার নতুন নাম প্রস্তাব করলে আমরা সেটি গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করি। প্রথম পদক্ষেপ হল নাম বদলের কথাটি সদস্য দেশগুলিকে রাষ্ট্রসংঘের তরফে জানিয়ে দেওয়া।ভারতে যদিও নাম বদলের কথা সরকারের তরফে এখনও বলা হয়নি। শুধু 'ইন্ডিয়া'র জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকার 'ভারত' লেখা শুরু করেছে। জি-২০ সম্মেলন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর পাঠানো আমন্ত্রণপত্রে তাঁকে 'প্রেসিডেন্ট অফ ভারত' বলে উল্লেখ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার ইন্দোনেশিয়ার জার্কাতায় আশিয়ান ভুক্ত দেশগুলির সম্মেলনে 'প্রাইম মিনিস্টার অফ ভারত' পরিচয়ে নিজেকে হাজির করেন। ওই সম্মেলনে ভারতের প্রচারপত্রে ইংরিজি'তেও 'ভারত' কথাটিই লেখা হয়েছে।

বিংশতিতম আসিয়ান-ভারত শিখর সম্মেলন এবং অষ্টাদশ

পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে জাকার্তাতে বিংশতিতম আসিয়ান - ভারত শিখর সম্মেলন এবং অষ্টাদশ পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। আসিয়ান - ভারত শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী, আসিয়ান - ভারত সার্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও মজবুত করা এবং এর ভবিষ্যৎ পথ নির্ধারণের বিষয়ে আসিয়ান নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি ভারত - প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আসিয়ানের মুখ্য অবস্থানের উপর জোর দেন। ভারত - প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের উদ্যোগ এবং ঐ অঞ্চলে আসিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গীর অভিন্নতা তুলে ধরেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসিয়ান - ভারত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পর্যালোচনা সম্পূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি জোর দেন। ডিজিটাল রূপান্তর, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা, সমসাময়িক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা, নাগরিকদের মধ্যে সংযোগ এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বকে গভীরতর করার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রকে নিয়ে ভারত - আসিয়ান সহযোগিতা আরও মজবুত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ১২ দফা প্রস্তাব পেশ করেছেন। এগুলি হ'ল -

- বহুপাক্ষিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করা এবং দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়া - ভারত- পশ্চিম এশিয়া - ইউরোপের মধ্যে সংযোগ সাধনকারী অর্থনৈতিক করিডর তৈরি করা
- আসিয়ান অংশীদারদের সঙ্গে ভারতের ডিজিটাল জনপরিকাঠামোর পরিসর ভাগ করে নেওয়া
- ডিজিটাল রূপান্তর এবং আর্থিক সংযোগের উপর জোর দিয়ে ডিজিটাল ভবিষ্যতের জন্য আসিয়ান- ভারত তহবিল ঘোষণা করা
- যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জ্ঞান সংক্রান্ত অংশীদার হিসেবে আসিয়ান ও পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তার ঘোষণা
- বহুপাক্ষিক মঞ্চে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলির বিভিন্ন সমস্যা সম্মিলিতভাবে তুলে ধরা
- ভারতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রথাগত ওষুধের যে বিশ্বজনীন কেন্দ্র স্থাপন করেছে, তাতে যোগ দিয়ে আসিয়ান দেশগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো
- মিশন লাইফ-এ একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো
- জনঔষধি কেন্দ্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সুলভে গুণমানসম্পন্ন ওষুধ প্রদানে ভারতের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া
- সন্ত্রাসবাদ, সন্ত্রাসে অর্থের যোগান এবং সাইবার ভুয়ো তথ্যের বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াইয়ের আহ্বান
- দুর্যোগ প্রতিরোধী পরিকাঠামো নির্মাণের জোটে যোগ দিতে আসিয়ান দেশগুলিকে আমন্ত্রণ
- দুর্যোগ মোকাবিলায় সহযোগিতার আহ্বান
- সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতার আহ্বান সামুদ্রিক সহযোগিতা এবং খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে দুটি যৌথ বিবৃতি জারি করা হয়েছে। ভারত ও আসিয়ানের নেতারা ছাড়াও এই সম্মেলনে টিমর-লেস্টে পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছে।

অষ্টাদশ পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী এই মঞ্চের গুরুত্ব তুলে ধরে একে আরও শক্তিশালী করে তুলতে ভারতের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আসিয়ান-কেন্দ্রিকতার প্রতি ভারতের সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং এক মুক্ত ও নিয়ম-ভিত্তিক ভারত -

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানান। ভারত - প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারত ও আসিয়ানের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোয়াডের দৃষ্টিভঙ্গীরও কেন্দ্রবিন্দু হ'ল আসিয়ান। সন্ত্রাসবাদ ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিশ্বব্যাপী সমস্যার মোকাবিলায় সুসমন্বিত প্রয়াসের উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। খাদ্য ও ওষুধপত্র সহ বিভিন্ন অত্যাবশ্যক সামগ্রী সরবরাহ এবং জ্বালানী সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে একটি প্রাণবন্ত সরবরাহ-শৃঙ্খল গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় ভারতের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং আইএসএ, সিডিআরই, লাইফ এবং ওএসওডব্লিউওজি-র মতো বিভিন্ন প্রয়াসের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়েও নেতারা মতবিনিময় করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত বর্ধিত বেতন

বিজেপি বিধায়কেরা নেবেন না, সকলের হয়ে ঘোষণা করে দিলেন শুভেন্দুই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ওই সিদ্ধান্তকে সমর্থন না করার কথা জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার রাজভবনের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "বিধায়কের ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি না।" পরিবর্তে ডিএ বা অন্য পেশার কর্মীদের বেতনবৃদ্ধির পক্ষে সওয়াল করেন বিরোধী দলনেতা। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, মন্ত্রী থেকে বিধায়ক সব স্তরেই ৪০ হাজার টাকা করে বেতন বৃদ্ধি করছে সরকার। সরকারের বেতন কাঠামো অনুযায়ী, বিধায়কদের বেতন প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে হল ৫০ হাজার টাকা। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীরা এত দিন মাসে ১০ হাজার ৯০০ টাকা করে পেতেন। এখন থেকে তাঁরা পাবেন ৫০ হাজার ৯০০ টাকা। এ ছাড়া, রাজ্যে যে পূর্ণমন্ত্রীরা আছেন, তাঁদের বেতন ছিল ১১ হাজার টাকা। তাঁরা বেতন বাবদ এ বার থেকে ৫১ হাজার টাকা পাবেন। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এবং প্রতিমন্ত্রী, পূর্ণমন্ত্রীরা এত দিন ভাতা ইত্যাদি মিলিয়ে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা পেতেন। এ বার থেকে তাঁরা পাবেন প্রায় দেড় লক্ষ টাকা।বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, নিজের বেতন তিনি বৃদ্ধি করছেন না। তবে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং বিধায়ক এই তিন স্তরে বেতনবৃদ্ধি হচ্ছে। শুভেন্দুর কথায়, "একতরফা ভাবে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা অধিবেশনে ছিলাম না। আমরা ভাতা বৃদ্ধি চাই না।" এর আগে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগের বিরোধিতা করলেও এখন তাঁদের বেতনবৃদ্ধির পক্ষে সরব হন শুভেন্দু। তিনি বলেন, "আমরা চাই আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, গ্রামীণ পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার, অস্থায়ী কর্মী এবং ভোকেশনাল শিক্ষকদের প্রত্যেকের সমকাজে সমবেতন ঘোষণা করুন মুখ্যমন্ত্রী।'' নিজেদের বেতনবৃদ্ধির পরিবর্তে সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার দাবি তোলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। তাঁর মতে, "মন্ত্রী এবং বিধায়কদের বেতন না বাড়িয়ে সরকারি কর্মচারী, পুলিশ, শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দিক রাজ্য।"তৃণমূল সরকারের লক্ষ্মীর ভান্ডার কর্মসূচিতে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়। ৫০০ টাকার পরিবর্তে মহিলাদের ২০০০ টাকা দেওয়ার দাবি তোলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, "আমরা চাই ৫০০ টাকা বা হাজার টাকার ভাগাভাগি না করে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মাতৃসম্প্রদায়কে ২০০০ টাকা করে দেওয়া হোক।"

ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব এবং মানব-কেন্দ্রিক

বিশ্বায়নের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব, মানব-কেন্দ্রিক বিশ্বায়নের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানবসভ্যতার অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সম্মিলিত চেতনা সুনিশ্চিত করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী একটি উত্তর-সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "দিল্লিতে যখন জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়েছে, তখন ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব এবং মানব-কেন্দ্রিক বিশ্বায়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ও মানবসভ্যতার অগ্রগতির লক্ষ্যে সম্মিলিত চেতনা সুনিশ্চিত করতে আমরা কিভাবে কাজ করেছি, সে বিষয়ে একটি উত্তর-সম্পাদকীয় লিখেছি"।

১-ম পাতার পর

এবার আসছে এই বিশেষ কার্ড! রাজ্যবাসীর জন্য বড় ভাবনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

জমা দিতে হয়। সেক্ষেত্রে পরিষেবা পাওয়াটা বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময়। এক্ষেত্রে আগে থেকে যদি সরকারের কাছে পরিবার ভিত্তিক তথ্য মজুদ থাকে, তাহলে নাগরিককে পরিষেবা দেওয়া আরও দ্রুত সম্ভব হবে বলে মনে করছেন প্রশাসনিক কর্তারা।

প্রসঙ্গত, 'কুটুম্ব' নামে একটি পদ্ধতি চালু রয়েছে কর্নাটকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাইছে এই পদ্ধতিকে অনুসরণ করে এ রাজ্যেও পরিবারভিত্তিক তথ্য মজুদ করতে। 'কুটুম্ব' পদ্ধতির মাধ্যমে প্রত্যেক পরিবারকে দেওয়া হয় একটি নির্দিষ্ট পরিচিতি-নম্বর (ইউনিক আইডি)। এই নম্বরে ভিক্তিতে সরকারের কাছে মজুদ থাকে সেই পরিবারের যাবতীয় তথ্য। সূত্রের খবর, নতুন এই পদ্ধতি চালু করার জন্য মানদন্ড হিসেবে ধরা হবে খাদ্যসাথীকে। প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ বলছেন, এই নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবারের সব সদস্যদের তথ্য সরকারের কাছে থাকবে আগে থেকে। এর ফলে প্রতিনিয়ত যে পরিষেবা প্রাপকের সংখ্যা বাড়ছে সেই অনুযায়ী সরকার আগে থেকে একটা ধারণা করতে পারবে।

১-ম পাতার পর

বঙ্গ বিজেপি নেতাদের নজরদারিতে এবার মিসড কল!

সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের তরফে ৯০৯০৯০২০২৪ এই ফোন নম্বর সাধারণ মানুষকে দিতে হবে। ওই নম্বরে মিসড কল দিতে অনুরোধ করা হবে তাদের। নম্বরটি কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। কোন এলাকা থেকে মিসড কল আসছে, সেই দেখে বোঝা যাবে আদৌ কোন কোন এলাকায় পৌঁছেছেন নেতারা। ঘরে বসে মনগড়া রিপোর্ট নয়, মাঠে ময়দানে নেমে বাংলার নেতা কর্মীদের কাজের খতিয়ান রীতিমতো আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে যাচাই করতে এবার উদ্যোগী হল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। মুখে স্বীকার না করলেও ইন্ডিয়া জোট নিয়ে কিছুটা হলেও পদ্ম শিবির ব্যাকফুটে। একদিকে চরম দলীয় গোষ্ঠীকোন্দল আর অন্যদিকে নড়বড়ে বুথ স্তরের সংগঠন নিয়ে রাজ্য বিজেপির ওপর বেজায় ক্ষুব্ধ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বলে বিজেপির একটি সূত্রের দাবি। তৃণমূল স্তরের সংগঠন মজবুত করতে না পারলে লোকসভা ভোটে ভাল ফল করা যে যাবে না, সে কথা বঙ্গ বিজেপি নেতাদের স্পষ্ট করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বুথ সংগঠন মজবুত করার লক্ষ্যে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উপর সম্পূর্ণ আস্থা না রেখে বঙ্গে এবার আসরে নেমে ঘন ঘন বিধানসভা ভিত্তিক প্রবাস কর্মসূচি পালন করবেন বিজেপি শীর্ষ নেতারা বলে বিজেপি সূত্রের খবর।

১-ম পাতার পর

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কৃষ্ণময় মায়াভূম ইসকন, ভক্ত সমাগমে মুখরিত মন্দির

করা হয়। সকাল থেকেই দফায় দফায় চলে অনুষ্ঠান। রাতে অভিষেক হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির। এদিন সকালে মঙ্গল আরতি দিয়ে শুরু হয় পূজার্চনা। ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন, "উৎসব উপলক্ষ্যে সারাদিন ধরে বিভিন্ন ভাষায় চলবে ভাগবত পাঠ। সন্ধ্যা থেকে গুরু পূর্ণিমা এরপর ভগবান দর্শন প্রক্রিয়া চলবে। অন্যদিকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে দিনভর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে পুষ্পার্পণ করা হবে সমগ্র জাতির মঙ্গল কামনায়।অন্যদিকে তিনি জানান, এদিনের অনুষ্ঠানে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চলেছে পরীক্ষা। সকাল থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠান দর্শন করার জন্য বহু ভক্তের সমাগম ঘটে। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের অনেকটা ভিড় বেড়ে যাবে বলে মত ইসকন কর্তৃপক্ষের।" দিনভর চলে ভাগবত গীতা পাঠ। সন্ধ্যাবেলা মঙ্গল আরতি। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে অনেক দেশ-বিদেশি পর্যটক যোগ দিয়েছেন নানা অনুষ্ঠানে। কোথাও চলেছে রাধা-কৃষ্ণ নাম, কোথাওবা চলেছে কীর্তন। আবার কোথাও বা কৃষ্ণনামে তাল মিলিয়েছেন কৃষ্ণপ্রেমীরা। জন্মাষ্টমী উৎসবকে ঘিরে মায়াপুরের ইসকনের প্রতিটি কোণে ধরা পড়েছে এমনই ছবি।

অষ্টাদশ পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বঙ্গানুবাদ

নয়া দিল্লি, ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : মহামান্য প্রেসিডেন্ট উইডোডো,

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ,

নমস্কার,

আরও একবার পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলনে যোগ দিতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি প্রেসিডেন্ট উইডোডো-কে তাঁর অসামান্য নেতৃত্বের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই সম্মেলনে পর্যবেক্ষক হিসেবে টিমর-লেস্টের প্রধানমন্ত্রী শানানা গুসমাও-কে আমি আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি।

পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কৌশলগত বিষয়ে আলোচনা ও সহযোগিতার এটিই একমাত্র ব্যবস্থাপনা, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন এখানকার নেতারা। এছাড়া, এশিয়ার আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আশিয়ান কেন্দ্রিকতা হ'ল এর সাফল্যের চাবিকাঠি। মহামান্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ,

ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আসিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গীকে ভারত সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে। এক্ষেত্রে ভারত ও আসিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গী অভিন্ন। পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলন ভারত - প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। চতুর্দেশীয় অক্ষরেখা বা কোয়াডের ক্ষেত্রেও আসিয়ান কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রয়েছে। আসিয়ানের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার পরিপূরক হ'ল - কোয়াডের ইতিবাচক কর্মসূচি। মহামান্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ,

বর্তমান বিশ্বের চালচিত্র নানা অনিশ্চয়তা ও প্রতিকূলতায় পরিপূর্ণ। সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থা ও ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আমাদের সকলের কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ। এর মোকাবিলায় বহুপাক্ষিকতা এবং নিয়মনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক আইনসমূহ যে অবশ্যমান্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সব দেশের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতাকে শক্তিশালী করতে সকলের অঙ্গীকার ও যৌথ প্রয়াসও প্রয়োজন। আমি আগেও বলেছি যে, বর্তমান যুগ যুদ্ধের নয়, আলোচনা ও কূটনীতিই সমাধানের একমাত্র পথ। মহামান্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ,

আসিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গী বিবেচনা করেই ভারত মায়ানমার সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করেছে। একই সঙ্গে, প্রতিবেশী দেশ হিসেবে সীমান্তে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভারত - আসিয়ান সংযোগ বাড়ানোও আমাদের লক্ষ্য। ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধি আমাদের সকলেরই স্বার্থ রক্ষা করবে। আজ আমাদের এমন এক ভারত - প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল গড়ে তুলতে হবে, যেখানে ইউএনসিএলওএস সহ আন্তর্জাতিক আইনসমূহ সব দেশের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে; যেখানে নৌ ও বিমান চলাচলের স্বাধীনতা থাকবে এবং যেখানে সকলের সুবিধার্থে নিরবচ্ছিন্ন বৈধ বাণিজ্য করা যাবে। ভারত মনে করে যে, ইউএনসিএলওএস - এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষিণ চীন সাগরে আচরণবিধি কার্যকর হওয়া উচিৎ। আলোচনায় যেসব দেশ সরাসরি যোগ দিতে পারেনি, তাদের স্বার্থের কথাও বিবেচনা করা উচিৎ। মহামান্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, জলবায়ু পরিবর্তন, সাইবার নিরাপত্তা, খাদ্য সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও জ্বালানী সংক্রান্ত সমস্যাগুলি বিশেষভাবে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলির উপর প্রভাব ফেলছে। জি-২০'তে আমাদের সভাপতিত্বকালে আমরা এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর মনোযোগ দিয়েছি। মহামান্য, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ,

আমি পূর্ব এশিয়া শিখর সম্মেলনের প্রক্রিয়ায় ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি। পরবর্তী সভাপতি হিসেবে লাও পিডিআর-কে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং তাঁদের ভারতের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিচ্ছি।

রাষ্ট্রপতি মো,সাহাবুদ্দিন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণীও

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ঢাকাতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

শ্যামল সান্যাল. ঢাকা, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশে সনাতন ধর্মের মহাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ'র শুভ জন্মাষ্টমী।দ্বাপর যুগেএ মহাপুণ্য তিথিতে মথুরা নগরীতে অত্যাচারী রাজা কংসের কারাগারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।বন্দি দেবকী ও বাসুদেবের বেদনাহত ক্রোড়ে তিনি আবির্ভূত হন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মো, সাহাবুদ্দিনও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। বুধবার সরকারি ছুটির দিন।

সনাতন শাস্ত্র অনুসারে, দুষ্টের দমনওশিষ্টের লালন করতেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দুর্বলের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শান্তিহীন পৃথিবীতে শান্তি আনতেই শান্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। তার শিক্ষা হলো- অন্যায়কে পরাভূত করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।তার জন্মের সময়এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পাপও অরাজকতায় পরিপূর্ণ ছিল।নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ মানব জাতির কাছে জীবন ধারণের অনন্য উদাহরণ রেখে গেছেন।তার বাণী হাজার হাজার বছর ধরে আলোড়িত করছে বিশ্বকে।

হিন্দু পঞ্জিকামতে, ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার হয়ে শ্রীকৃষ্ণ এদিন জন্ম নিয়েছিলেন মাতা দেবকীর গর্ভে। ছোটবেলায় তাকে সবাই আদর করে গোপাল বলে ডাকত। তাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ঘরে ঘরেএদিন শ্রীকৃষ্ণ বা গোপাল পূজার আয়োজন করা হয়। তিনি গোবর্ধন পর্বতকে এক আঙুলে তুলেছিলেন বলে তার আরেক নাম গোবর্ধন। আজ দেশব্যাপী ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা, ধর্মীয় আড়ম্বরও আনুষ্ঠানিকতায় শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন করা হবে।

এদিন সব অকল্যাণও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করার শপথ নেবেন কৃষ্ণপ্রেমীরা।দিনটি উপলক্ষ্যে মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটি ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে কেন্দ্রীয়ভাবে দুদিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে-বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় দেশও জাতির মঙ্গল কামনায় গীতাযজ্ঞ এবং বেলা ৩টায় ঐতিহাসিক জন্মাষ্টমী মিছিলও রাতে শ্রীকৃষ্ণ পূজা।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) বাংলাদেশের সভাপতি সত্য রঞ্জন বাড়ৈ যুগান্তরকে বলেন,গভীর ভক্তি, শ্রদ্ধাওউৎসবমুখর পরিবেশে সারা দেশে হিন্দু ধর্মের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণর জন্মদিন ওশুভ জন্মাষ্টমী উদ্যাপিত হবে। গীতাযজ্ঞ,আনন্দ শোভাযাত্রা, কৃষ্ণপূজা, আলোচনাসভা, কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণসহ নানা আচার পালন করবে বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জেএল ভৌমিক,সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার এবং মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি মনীন্দ্র কুমার নাথ,সাধারণ সম্পাদক রমেন মণ্ডল দিবসটি উপলক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়সহ জাতি, ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে দেশবাসীকে শুভেছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এছাড়া শুভেচ্ছা জানিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ঢাকাতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

৭সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শোভাযাত্রা,আলোচনা সভা, শ্রীমদ্ভাগত পাঠ, সন্ধ্যায় আরতি, কীর্তন,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিষয় ভিত্তিক সেমিনারসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আজ বুধবার রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন জন্মাষ্টমী উদযাপিত হয়েছে।

দুষ্টের দমনওশিষ্টের লালনের জন্য এদিন মথুরায় কংসের কারাগারে মা দেবকীও বাবা বসুদেবের ঘর আলো করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ-এই বিশ্বাস ধারণ করেই দিবসটি উদযাপন করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা।

দিবসটি উপলক্ষে বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে এই শোভাযাত্রা শুরু হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্মাষ্টমীর এই শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস।

শোভাযাত্রা পলাশী মোড়, জগন্নাথ হল, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, দোয়েল চত্বর, হাইকোর্ট,বঙ্গবাজার, নগর ভবন, গোলাপশাহ মাজার, গুলিস্তান মোড়, নবাবপুররোড, রায় সাহেব বাজার মোড় হয়ে বাহাদুর শাহ পার্কেগিয়ে শেষ হয়।

জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় শ্রীকৃষ্ণের রথ,রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি,কংসের জেলখানা, রাম-সীতার লব-কুশ সহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের নানা অংশের আদলে সেজে শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছেন ভক্তরা।

শোভাযাত্রায় অংশ নিতে ঢাকা মহানগর ছাড়াওআশে পাশের বিভিন্ন উপজেলা থেকে ট্রাক, মিনিট্রাক, পিকআপ, ঘোড়ার গাড়ী, হাতি নিয়ে ভক্তরা আজিমপুর, পলাশী মোড়, ইডেন কলেজ মোড়সহ আশপাশের এলাকায় জড়ো হন। দেখতে দেখতে জনসমুদ্রে পরিণত হয় পুরো এলাকা। অনেক শিশুকে দেখা যায় বাবা-মায়ের কাঁধে-কোলে চড়ে শোভাযাত্রায় অংশ নিতে।

এর আগে শ্রী শ্রী জন্মাষ্টমী উদযাপন উপলক্ষে মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদ রাজধানীর পলাশীর মোড়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে।

মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মনীন্দ্র কুমার নাথের সভাপতিত্বে সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবংসড়ক পরিবহনওসেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াওসভায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জে এল ভৌমিক, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্মল চ্যাটার্জি, মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রমেন মন্ডল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এ সময়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য হাজী সেলিম উপস্থিত ছিলেন।

২ পাতার পর

হুমকি দিয়েছিলেন কে? পদত্যাগী উপাচার্যদের জানাতে বলল শিক্ষা দফতর

না পারলে ধরে নেওয়া হবে আচার্যের দাবি অসত্য। তিনি রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা দফতরের বদনাম করতেই এমন অভিযোগ এনেছেন। 'আগামী সোমবারের মধ্যেই তিনজনকে প্রামাণ্য নথি-সহ কারা তাঁদের পদত্যাগে বাধ্য করেছিল, তা জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত মাসখানেক ধরেই 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল গিরি' দেখিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেরুয়া রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং বিজেপি'র কট্টর সমর্থক হিসেবে পরিচিত তথাকথিত অধ্যাপকদের একাংশকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে বসিয়ে চলেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। যদিও তার বসানো কয়েকজন অস্থায়ী উপাচার্য ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন। আর তাদের পদত্যাগের জন্য রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন কেন্দ্রের শাসক প্রভুদের 'বিশ্বস্ত ভৃত্য' হিসেবে পরিচিত রাজ্যপাল। এদিন সকালেই প্রকাশিত একটি ভিডিয়ো বার্তায় আনন্দ বোস বলেন, 'যে পাঁচ জন উপাচার্য পদত্যাগ করেছিলেন তাঁরা নিজেরা আমাকে বলেছেন, তাঁদের জীবনের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। ভয়েই পদত্যাগ করেছেন তাঁরা। কারণ সরকারি অফিসার, মুখ্যমন্ত্রীর আইএএস অফিসার তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন। শিক্ষা দফতরের তরফে তাতে উতসাহও দেওয়া হয়েছিল।'

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৪৮ সংখ্যা ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শুক্রবার ২১ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

মানব কেন্দ্রিক বিশ্বায়ন : কাউকে পিছনে ফেলে না রেখে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত জি২০-কে নিয়ে যাওয়া - নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

'বসুধৈব কুটুম্বকম'- এই দুটি শব্দের নেপথ্যে রয়েছে এক গভীর দর্শন। এর অর্থ 'সারা বিশ্ব এক পরিবার'। এ এমন এক সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি যা সব সীমানা, ভাষা এবং মতাদর্শ অতিক্রম করে সর্বজনীন এক পরিবার হিসেবে আমাদের সকলকে সামনের দিকে এগিয়ে চলার সাহস যোগায়। জি২০-তে ভারতের সভাপতিত্বে এই শব্দবন্ধ মানব কেন্দ্রিক উন্নয়নের আহ্বান হয়ে উঠেছে। এক পৃথিবীর আদর্শকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের গ্রহকে লালন করতে আমরা একত্রিত হয়েছি। এক পরিবার হিসেবে বিকাশের এই সাধনায় আমরা একে অপরের পাশে রয়েছি। আমরা এগিয়ে চলেছি এক অভিন্ন ভবিষ্যতের দিকে, অভিন্ন ভবিষ্যৎ - যা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এই সময়ের এক অনস্বীকার্য সত্য।

অতিমারি পরবর্তী বিশ্বের সঙ্গে আগের বিশ্বের কোনো মিল নেই। অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, জিডিপি কেন্দ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানব কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাওয়া যে জরুরি, সারা বিশ্ব তা ক্রমশ আরও বেশি করে বুঝতে পারছে।

দ্বিতীয়ত, বিশ্ব সরবরাহ শৃঙ্খলে স্থিতিস্থাপকতা ও নির্ভরযোগ্যতার গুরুত্ব সারা বিশ্ব অনুভব করছে। তৃতীয়ত, বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের মাধ্যমে বহুপাক্ষিকতার প্রসারের সম্মিলিত আহ্বান ক্রমশই জোরালো হচ্ছে।

জি২০ -তে আমাদের সভাপতিত্ব এই তিনটি ক্ষেত্রের পরিবর্তনেই অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে।

২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা যখন ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছিলাম, তখন আমি লিখেছিলাম যে, জি২০-র মাধ্যমে মানসিকতার পরিবর্তন আনতেই হবে। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলি, দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলি এবং আফ্রিকার প্রান্তিক কণ্ঠস্বরকে মূল ধারায় আনার জন্য এটি প্রয়োজন ছিল। আমাদের সভাপতিত্বের অন্যতম প্রধান প্রয়াস হল ১২৫টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত দক্ষিণ গোলার্ধ শীর্ষ সম্মেলনের কণ্ঠস্বরকে তুলে আনা। দক্ষিণ গোলার্ধের বিভিন্ন ধারণা ও মতামত সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের সভাপতিত্বে আফ্রিকার দেশগুলির অংশগ্রহণ শুধু বৃহত্তম মাত্রাতেই পৌঁছয়নি, আমরা আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি২০-র স্থায়ী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার উপরও বিশেষ জোর দিয়েছি। আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বের অর্থ হল, আমাদের সামনে থাকা সমস্যাগুলিও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। ২০৩০ কর্মসূচির মাঝপথে আমরা পৌঁছে গেছি। অনেকেই গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে গতিবৃদ্ধির জন্য ২০২৩ সালে যে জি২০ কর্ম পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ভবিষ্যৎ দিশা নির্দেশ করবে। ভারতে, সুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনধারণের প্রথা রয়েছে। আধুনিক এই সময়েও আমরা জলবায়ু সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপে আমাদের অবদান রাখছি। দক্ষিণ গোলার্ধের বিভিন্ন দেশ উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। জলবায়ু সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপকে অবশ্যই এর পরিপূরক হতে হবে। জলবায়ু সংক্রান্ত যে লক্ষ্য রাখা হবে, তার সঙ্গে অবশ্যই অর্থের যোগান এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের সামঞ্জস্য থাকতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় নিয়ন্ত্রণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কী করা উচিত নয়, তার উপর জোর না দিয়ে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভাবা দরকার, কী করা উচিত। সুস্থিত ও প্রাণবন্ত নীল অর্থনীতির লক্ষ্যে চেন্নাই এইচএলপি আমাদের মহাসাগরগুলিকে স্বচ্ছ ও নিরাপদ করে তোলার উপর জোর দিয়েছে। আমাদের সভাপতিত্বে দূষণমুক্ত স্বচ্ছ হাইড্রোজেন উৎপাদনের এক বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপনা আত্মপ্রকাশ করবে, সেই সঙ্গে থাকবে দূষণমুক্ত হাইড্রোজেন উদ্ভাবনী কেন্দ্র। ২০১৫ সালে আমরা আন্তর্জাতিক সৌর জোটের সূচনা করেছিলাম। এখন বিশ্বজনীন জৈব জ্বালানি জোটের মাধ্যমে আমরা বৃত্তীয় অর্থনীতির সুবিধার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শক্তির রূপান্তর ঘটাতে সারা বিশ্বকে সাহায্য করবো। জলবায়ু আন্দোলনে গতি আনার সেরা উপায় হল, একে গণতান্ত্রিক করে তোলা। একজন ব্যক্তি যেমন তাঁর দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের কথা ভেবে প্রাত্যহিক সিদ্ধান্ত নেন, তেমনি তাঁরা এই গ্রহের দীর্ঘকালীন স্বাস্থ্যের উপর প্রভাবের কথা ভেবে নিজেদের জীবনযাত্রা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। যোগাভ্যাস আজ যেমন সুস্থতার লক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে এক গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, তেমনি সুস্থিত পরিবেশের লক্ষ্যে নিজেদের জীবনযাত্রা গড়ে তোলার (লাইফ স্টাইলস ফর সাসটেনেবল এনভায়রনমেন্ট - লাইফ) অঙ্গীকার নিতে আমরা বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাও আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মিলেট বা শ্রীঅন্ন এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হতে পারে। এর মাধ্যমে জলবায়ু উপযোগী কৃষিরও প্রসার হবে। আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষে আমরা পৃথিবীর পাতে মিলেট তুলে দিয়েছি। এক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি সংক্রান্ত দাক্ষিণাত্যের উচ্চস্তরীয় নীতিগুলিও বিশেষ সহায়ক। প্রযুক্তি এখন রূপান্তরমুখী, কিন্তু একে অন্তর্ভুক্তিমূলকও করে তুলতে হবে। অতীতে প্রযুক্তির অগ্রগতির সুফল সমাজের সব স্তরের কাছে সমানভাবে পৌঁছয়নি। গত কয়েক বছরে ভারত দেখিয়েছে, প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে এই বৈষম্যকে কমিয়ে আনা যায়। যেমন ধরুন, বিশ্বজুড়ে যে কোটি কোটি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, অথবা যাঁদের ডিজিটাল অস্তিত্ব নেই তাঁদের আর্থিকভাবে ডিজিটাল জনপরিকাঠামোর পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আমরা আমাদের ডিজিটাল জনপরিকাঠামোয় যে সমাধানের পথ দেখিয়েছিলাম, সারা বিশ্ব আজ তা অনুমোদন করছে। এখন জি২০-র মাধ্যমে আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ডিজিটাল জনপরিকাঠামোর নির্মাণ, গ্রহণ ও মাত্রাবৃদ্ধিতে সাহায্য করবো, এতে অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে। ভারত যে আজ বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল বৃহৎ অর্থনীতি হয়ে উঠেছে, তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। আমাদের সহজ, সরল, সুস্থিত সমাধানগুলি অসহায় মানুষের ক্ষমতায়ন ঘটিয়েছে, প্রান্তিক মানুষেরাই আমাদের উন্নয়নে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মহাকাশ থেকে খেলাধুলো, অর্থনীতি থেকে উদ্যোগ, ভারতীয় মহিলারা সব ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মহিলাদের উন্নয়নকে তাঁরা মহিলা নেতৃত্বাধীন উন্নয়নে বদলে দিয়েছেন। জি২০-তে আমাদের সভাপতিত্ব লিঙ্গ ভিত্তিক ডিজিটাল ফারাক, শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবধানের অবসান ঘটিয়েছে এবং নেতৃত্বদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের বৃহত্তর ভূমিকা পালনের পরিসর সৃষ্টি করেছে। ভারতের কাছে জি২০-র সভাপতিত্ব কেবলমাত্র উচ্চস্তরীয় কোনো কূটনৈতিক প্রয়াস নয়। গণতন্ত্রের ধাত্রীভূমি এবং বৈচির্ত্যের আদর্শ ভূমি হিসেবে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার দরজা সারা বিশ্বের সামনে খুলে দিয়েছি। আজ বড় মাত্রায় কোনো কাজের কথা ভাবা হলে তার সঙ্গে ভারতের নাম যুক্ত হয়ে যায়। জি২০-র সভাপতিত্বও এর ব্যতিক্রম নয়। এটা এখন এক গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। দেশজুড়ে ৬০টি শহরে ২০০-রও বেশি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। ১২৫টি দেশের প্রায় ১,০০,০০০ প্রতিনিধি এইসব বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। এর আগে অন্য কোনো দেশের সভাপতিত্বের সময়ে এমন বিপুল ও ভৌগোলিক বৈচির্ত্যপূর্ণ আয়োজন করা হয়নি। ভারতের জনজাতি, গণতন্ত্র, বৈচির্ত্য ও উন্নয়ন সম্পর্কে কারোর কাছ থেকে শোনা এক জিনিস। আর তা নিজে প্রত্যক্ষ করা সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের জি২০ প্রতিনিধিরা এর স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের জি২০ সভাপতিত্ব বিভাজনের সেতুবন্ধনে, প্রতিবন্ধকতা দূর করতে এবং সহযোগিতার বীজ বপন করার লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়েছে। আমরা এমন এক বিশ্বের কথা ভাবি, যেখানে বিভেদকে ছাপিয়ে প্রাধান্য পায় ঐক্য, বিচ্ছিন্নতাকে অবলুপ্ত করে অভিন্ন গন্তব্য। জি২০-র সভাপতিত্ব হিসেবে আমরা বিশ্বকে আরও বৃহত্তর করে তোলার অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, যেখানে প্রতিটি কণ্ঠস্বর মান্যতা পাবে এবং প্রতিটি দেশ তার অবদান রাখবে। আমরা যে শপথ নিয়েছিলাম, আমাদের কাজ এবং ফলাফল তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যখন যুদ্ধ করছেন এমন সময় একটি জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব হল। সেই লিঙ্গের আদি বা অন্ত ছিল না। বিষ্ণু বললেন, 'হে ব্রহ্মা, যুদ্ধ থামাও। দ্যাখো, একটি তৃতীয় বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে। এই লিঙ্গটি কী? কোথা থেকেই বা এল? এসো, এর আদি ও অন্ত অনুসন্ধান করে দেখি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সপ্তম পর্ব)

একটা কলঙ্ক। তাই এনার ইতিহাস একটু শোনা যাক । আজ থেকে ২৬০ বছর আগে ভগবান চৌধুরী নাম এক সামন্ত রাজা মাক্নানপুর জেলে বন্দী ছিল । সে একরাতে স্বপ্ন দেখল যে যদি সে গাধিমাই মন্দিরে বলি দেয় তাহলে তার সব সমস্যার সমাধান হবে । জেল থেকে বেরিয়ে সে এক গ্রামের ওঝার পরামর্শ নেয় আর পশুবলি চালু করে । এইসব কুসংস্কার বৈদিক ধর্মকে হিন্দু ধর্ম বানিয়েছে ।

আরেকজন দেবী হলো সন্তোষী মা । ৫০ এর দশকে এনার সিনেমা হয় । তারপরে এনার পুজো চালু হয় । আগে এনার পুজো ছিল না । ইনিই ছিলেন না ।

আরেক নামজাদা দেবী হলেন বৈষ্ণ দেবী । ইনি আসলে মহালক্ষীর রূপ ।এনার সাথে মন্দিরে ৩৩ কোটি দেবতা থাকেন ।সত্য মিথ্যা জানি না । প্রতি বছর ১০ কোটিরও বেশি ভক্ত এনার দর্শনে যায় । অনেক মুখরোচক গপ্প জড়িয়ে আছে ।এক গপ্প বলে রামচন্দ্র নাকি দেবী বৈষ্ণবিকে ত্রিকুট পর্বতে থাকতে বলেছিলেন । গোটা রামায়নে এরকম কোনো গপ্প নেই । আরেক গপ্পের মতে পান্ডবরা এই মন্দির তৈরী করেন । মহাভারতেও এমন কোনো গপ্প নেই । পপুলার গপ্পটা হলো শ্রীধর পন্ডিতের ।ইনি একজন শাক্ত ছিলেন । ত্রিকুট পাহাড়ের তলায় আজকের কাটরা শহরে বাস করতেন । বৈষ্ণ দেবী তার স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাকে এক ভান্ডার আয়োজন করতে বলেন । সেই ভান্দারায় খাওয়ানোর দায়িত্বটা বৈষ্ণ দেবীই নিজেই নেন । এর পরে এটাকে কুসংস্কার ছাড়া কি বলব । শাক্তরা বৈদিক ধর্মের বারোটা বাজিয়েছিল ।

বাকি সমস্ত কাল্পনিক দেবদেবীর পূজা কোনো না কোনো রাজা গজা চালু করেছিল । স্থানাভাবে বলতে পারলাম না ।যেহেতু এগুলো কাল্পনিক ছিল সেহেতু এগুলির কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই । এইসব কাল্পনিক পূজা আর অজস্র কুসংস্কার বৈদিক ধর্মের বারোটা বাজিয়েছিল । এতে আরো ইন্ধন যুগিয়েছিল মুসলিমেরা । এদিকে IP TO CONTENT Shiva 6 হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত । Short Introduction of Sanatan Hinduism হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত [Short Introduction of Sanatan Hinduism] হিন্দুধর্মের উৎপত্তি কখন কীভাবে-এ সম্পর্কে যেসব গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায় তা এখনও তর্কাতিত নয়। তবে নিত্য ধর্মের আচার আচরণীয় বিষয় বলে একে সনাতন ধর্ম বলা হয়। হিন্দু ধর্ম আর্য প্রাগার্য সমন্বয়ে একটি ধর্ম। আদিবাসীদের ধর্ম ও যাযাবর আর্যদের সঙ্গে নিয়ে আসা ধর্মের মিলনজাত ধর্ম হল হিন্দু ধর্ম। এদিক থেকে হিন্দু ধর্মকে আদি সনাতন ধর্মও বলা যায়। প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু ধর্ম আর্যধর্ম নামে পরিচিত। এর উৎসস্থল 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করতেন। সুতরাং 'সিন্ধু' শব্দ থেকেই 'হিন্দু' শব্দটির উৎপত্তি হয়।

হিন্দু ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলে। চতুর্বেদ ধর্মের মূল বিষয়। বস্তু ঋষি, মুনি, আচার্য ও ভক্তের বিচিত্র ধর্মীয় ও নৈতিক অভিজ্ঞতা ও উপদেশই হিন্দু ধর্মের ভিত্তি। হিন্দু ধর্মকে দুভাগে ভাগ করা যায়। একটি সামান্য ধর্ম অন্যটি বিশেষ ধর্ম। নীতিসম্মত আচার আচরণের কর্তব্যসমূহকে সামান্য ধর্ম বলা যায়। যেমন ধৈর্য, দান, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, ধীবিদ্যা, সততা এবং আক্রোধ প্রভৃতি। এদের মাধ্যমে চিত্তের বিশুদ্ধ আনয়ন করা যায়। অপরদিকে কাল সময় অবস্থা অথবা মানব ভেদে যেসব নীতি অবশ্যই করণীয় সেগুলি হল বিশেষ ধর্ম।

হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ শব্দের অর্থ 'জানা' (To Know) আর সামষ্টিক জানাকে বলা হয় বেদান্ত। যে সকল মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'বেদ' আবিষ্কার করেছেন তাঁরা 'ঋষি' নামে পরিচিত। ঋষিগণকে মন্ত্রদ্রষ্টারূপে অভিহিত করে ভবিষ্যদ্দর্শীও বলা হয়। পৃথিবীতে প্রচলিত বৃহৎ ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ দৃশ্যত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। হিন্দুধর্মে যে সকল গ্রন্থকে পবিত্র বলে জ্ঞান করা হয় তার মধ্যে বেদ হচ্ছে অন্যতম প্রধান। সংস্কৃত 'বিদ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বেদ শব্দের প্রতীকী অর্থ 'বেদ' তথা জ্ঞান।

জ্ঞান বলতে ঈশ্বর, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে পারমার্থিক জ্ঞানই বুঝায়। সৃষ্টি যেমন অনাদি ও অনন্য, ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞানও তেমন অনাদি অনন্ত। ঈশ্বর ও সৃষ্টি সম্পর্কে এই শাশ্বত ও অফুরন্ত জ্ঞান কলেবর পবিত্র বেদগ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে। এক কথায় বলা চলে বিশ্ব চরাচরে বিরাজমান এই অপরিমেয় জ্ঞানরাশির যে সামান্যাংশের সন্ধান হিন্দু তত্ত্বদ্রষ্টাগণ পেয়েছিলেন তারই লিপিবদ্ধকরণ হচ্ছে বেদ। পবিত্র বেদের সন্ধান পাওয়া সকল ঋষিগণের নাম জানা যায়নি। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, বিশ্ববারা ও লোপমুদ্রার ন্যায় চার পুরুষ ও দুই নারী ঋষির প্রসিধি আছে। বেদের চারটি খণ্ড রয়েছে ১. ঋকবেদ ২. যজুর্বেদ, ৩. সামবেদ, ৪.অথর্ববেদ।

আধুনিক চিত্রয়ণে বেদব্যাস হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত [Short Introduction of Sanatan Hinduism] আধুনিক চিত্রয়ণে বেদব্যাস বেদ ঐশ্বরীয় না মনুষ্য সংকলিত এর বিভাজনের পূর্বাপর ইতিহাস নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ আছে। ইতিহাসের অভিজ্ঞানেও দেখা যায়, কুমারী মৎসগন্ধ্যার গর্ভে পরাশর মুনীর ঔরশজাত দ্বৈপায়ন (মহাভারত দ্রষ্টব্য) নামক পুত্র (যিনি দেবব্যাস নামে পরিচিত) বেদকে ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব এই চার খণ্ডে ভাগ করেন। ব্যাসের চারজন শিষ্য পৈল, বৈশম্পয়ন, জৈমিনি ও সুমন্তকে যথাক্রমে উপরোক্ত ভাগ চতুষ্টয় শিক্ষা দেয়া হয় যাতে তারা স্মৃতিতে ধারণ করতে পারে। ব্যাসদেব কর্তৃক বেদভাগ বণ্টনটি নিম্নরূপঃ পৈল প্রাপ্ত হলেন ঋকবেদ, জৈমিনি, প্রাপ্ত হলেন সামবেদ, বৈশম্পয়ন প্রাপ্ত হলেন যজুর্বেদ, আর সুমন প্রাপ্ত হলেন অথর্ববেদ। চতুর্বেদের প্রত্যেকটি পাঠের বিশেষ পদ্ধতি আছে। হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত [Short Introduction of Sanatan Hinduism]

ক. ঋগ্বেদ:

সূর্য, অগ্নি, উষা, বায়ু, বরুন প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থের উদ্দেশ্যে রচিত প্রার্থনাবাণী সমূহের গদ্য ছন্দে রচিত অংশ এতে স্থান পেয়েছে। গদ্য ছন্দযুক্ত বাক্যকে ঋক বলে। ঋগ্বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

খ. সামবেদ:

সাম অর্থ গান। যে সব মন্ত্র সুরসহযোগে পঠিত হয় তা এতে স্থান পেয়েছে। এতে যজ্ঞাদি ও বিধিনিষেধ বর্ণিত।

গ. যজুর্বেদ:

যজন অর্থ পূজার্চ্চনা, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি। এতে যজন যাজনাদি সংক্রান্ত মন্ত্রগুলি সন্নিবেশিত। মন্ত্রগুলো 'কান্ড়ী' ছন্দে রচিত। যজু অর্থ 'কান্ড়ী' সমষ্টি। এগুলো সন্ধির নিয়মে পাঠ করা যায়, কিন্তু ঋগ্বেদে তা নিষিদ্ধ।

ঘ. অথর্ববেদ:

'অথর্ববেদ'ই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, এটি সন্ধি'র নিয়মে রচিত। এর ছন্দ ঋক ও যজুর্বেদের মত নয়। বরং 'ভর' নামক বিশেষ ছন্দে রচিত। অন্য সব বেদের তুলনায় অথর্ববেদে তাদের অনুরাগ, অল্প এর অধিকাংশ অংশকে বিলুপ্ত বলে মনে করা হয়েছে।

বেদকে আবার চার অংশে ভাগ করা হয়েছে। যথা : সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ হল কর্মকাণ্ড, যাগযজ্ঞ, দেবতাদের স্তুতি ও প্রার্থনা, আর 'আরণ্যক' ও 'উপনিষদ' ভাগে রয়েছে জ্ঞানকাণ্ড সম্পাদকীয় মন্তব্যসমূহ। এই উপনিষদ'ই হল বেদের অন্ত বা সার ভাগ যে কারণে একে বেদান্তও বলা হয়। বেদের আনুষঙ্গিক ছয় প্রকার শাখা আছে যাদের বেদাঙ্গ বলে। ব্রাহ্মণের সংখ্যা ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদে ২টি করে, সামবেদে ৮টি ও অথর্ববেদের মাত্র ১টি। 'স্মৃতি' নামে বেদ হতে উৎপন্ন একটি বিধিনিষেধ পুস্তকও বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে, বেদকে হিন্দুরা ঐশী গ্রন্থরূপে জানে এবং এর রচনাকে কারো প্রতি আরোপ করে না। ব্যাসকে তারা 'বেদ'-এর সংকলক ও বিভাজক বলে, রচয়িতা নয়। 'বেদ' ব্যতীত তাদের অন্য সকল ধর্মগ্রন্থ কোন-না-কোন রচয়িতা'র প্রতি আরোপ করা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

সৌরভের বায়োপিকে প্রধান চরিত্রে থাকছেন আয়ুষ্মান!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : জনপ্রিয় বলিউড অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানাই হচ্ছেন সাবেক ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর বায়োপিকের হিরো। জানা গেছে, রজনীকান্ত-কন্যা ঐশ্বরিয়া রজনীকান্ত সিনেমাটি পরিচালনা করবেন। সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, ডিসেম্বরে এটির শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। খবর বলিউড হাঙ্গামার।

মিড-ডে'র সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, আয়ুষ্মান খুরানা ব্যক্তি জীবনে গাঙ্গুলির মতো একজন বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান এবং নির্মাতারা আত্মবিশ্বাসী যে তিনি ক্রিকেটারের মাঠের ব্যক্তিত্বকে সঠিকভাবে চিত্রিত করতে পারবেন। মাঠের বাইরে গাঙ্গুলির জীবন সম্পর্কে জানার জন্য অভিনেতাকে ব্যাপক প্রশিক্ষণও নিতে হবে।

সিনেমাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র মিড-ডে'কে জানিয়েছেন, “আয়ুষ্মান আগামী মাসে মুম্বাইয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করবেন। ডিসেম্বরে সিনেমাটির শুটিং শুরু হবে। তার আগে চরিত্রটিতে প্রস্তুতি নিতে দুই মাসের বেশি সময় লাগবে।” সূত্রটি আরও জানিয়েছে যে গাঙ্গুলি ইতিমধ্যে আয়ুষ্মানের সঙ্গে দেখা করেছেন। দু'জনের মধ্যে বেশ আলাপ হয়েছে সিনেমাটির সম্পর্কে। এর আগে সৌরভের বায়োপিকের খবর যখন প্রথমবার প্রকাশিত হয় তখন সৌরভ জানিয়েছিলেন যে নিজের বায়োপিকে তিনি রণবীর কাপুরকে দেখতে চান। তারপর থেকেই বড় পর্দায় সৌরভের ভূমিকায় রণবীর কাপুরের অভিনয়ের খবরের জল্পনা শুরু হয়।

প্রডাকশন হাউজের পক্ষ থেকে রণবীরকে বলা হয়েছিল সৌরভের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য। কিন্তু শুটিংয়ের ব্যস্ত শিডিউলের জন্য তিনি প্রজেক্টটি হাতে নেননি। এরপর হৃতিক রোশন থেকে ভিকি কৌশল, অনেকের নামই উঠে এসেছে সেই তালিকায়। অবশেষে আয়ুষ্মান খুরানাকেই নির্বাচিত করা হয়েছে চরিত্রটির জন্য। যদিও আয়ুষ্মান বা সৌরভের পক্ষ থেকে এখনো কোনো অফিসিয়াল ঘোষণা আসেনি।

স্বামী-স্ত্রী ছিলাম, সেটাই আছি : রাহুল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : রাহুল ব্যানার্জী ও প্রিয়াঙ্কা সরকারের সম্পর্কে অবনতির কথা প্রায় সবারই জানা। তবে নানা জল্পনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছেলে সহজের কথা ভেবেই নিজেদের সমস্যাকে দূরে রেখে আবারও এক ছাদের নিচে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এ তারকা দম্পতি। বলা যেতে পারে, এটি রাহুল-প্রিয়াঙ্কার সংসারের দ্বিতীয় ইনিংস।

এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার অনলাইনকে অভিনেতা বলেন, আমরা একসঙ্গে সংসার করছি। খুব শীঘ্রই প্রিয়াঙ্কার বিল্ডিংয়ে একটা ফ্ল্যাট কিনছি। কিছু আইনি জটিলতা ছিল, সেটার মিটমাট হল। আমরা অনেক দিন একসঙ্গে থাকছি। তবে আপাতত আমি বেশির ভাগটা আমার মায়ের সঙ্গে থাকি। প্রিয়াঙ্কার বাড়িতে ওর বাবা-মা আছেন। সপ্তাহান্তে আমরা একসঙ্গেই সবাই সময় কাটাই।

তাহলে কি এখন দম্পতি রাহুল-প্রিয়ঙ্কা? এই প্রসঙ্গে অভিনেতার সাফ উত্তর, 'স্বামী-স্ত্রী ছিলাম, আমরা সেটাই আছি।' ২০১৮ সাল থেকে তাদের এই মামলা চলছিল। মাঝে অনেকটা সময় চলে গেছে। ২০২৩ সালে জানুয়ারি মাসে ছিল মামলার তারিখ। আদালতে কেউ হাজিরা না দেওয়ায় পর পর মামলার শুনানির তারিখ ধার্য হয় মার্চ, এপ্রিল ও জুলাইতে। তারপরই বিরোধ মিটিয়ে মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দু'পক্ষ। যদিও এই প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কার প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

'জওয়ান' আতঙ্কে পিছিয়ে গেল প্রভাসের সালার?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এই মাসের ৭ তারিখ মুক্তি পেতে যাচ্ছে শাহরুখ খানের সিনেমা জওয়ান। অনেকেরই ধারণা পাঠানের মতো জওয়ান রীতিমতো ঝড় তুলবে। তবে সেই ঝড় কতোটা তীব্র হবে কিংবা হবে কতোটা দীর্ঘস্থায়ী তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবুও জওয়ানের সামনে অনেক সিনেমারই হল পাওয়া মুশকিল হবে।

আর সেকারণেই অনেকেই চাচ্ছেন যাতে জওয়ানের সাথে তাদের চলচ্চিত্র কোনোভাবে মুখোমুখি না হয়ে যায়।

দক্ষিণ ভারতের প্রভাবশালী অভিনেতা প্রভাসের সিনেমা 'সালার : পার্ট ১' মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে। তবে এবার সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে নির্মাতা ও প্রজোযকরা। সালারের মুক্তি পিছিয়ে চলতি বছরের নভেম্বরে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। মুক্তির সঠিক তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের বাণিজ্য বিশ্লেষক তরণ আদর্শ আজ শনিবার টুইটারে (এক্সে) জানিয়েছেন, প্রভাসের 'সালার' নভেম্বরে আসবে। সালার ২৮ সেপ্টেম্বর আসছে না। এটা এখন অফিসিয়াল ঘোষণা।

কবে মুক্তি পাবে 'টাইগার ৩', জানালেন সালমান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে। সালমান খান এবং ক্যাটরিনা কাইফ অভিনীত 'টাইগার ৩'-এর পোস্টার ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে। ঘোষণা করা হয়েছে চলতি বছরে দীপাবলিতে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ছবিটি।

সালমান খান সামাজিকমাধ্যমে শেয়ার করলেন 'টাইগার ৩' মুক্তির দিনক্ষণ। এই সিনেমার নতুন পোস্টার শেয়ার করে বলিউড ভাইজান বলেছেন, 'টাইগার ৩' নিয়ে আসছি দিওয়ালিতে। বড় পর্দায় যশরাজ ফিল্মসের ৫০ বছর উদযাপন করতে।

পোস্টারে দেখা যায়, 'টাইগার'রূপী সালমান খানের সঙ্গে আছেন ক্যাটরিনা কাইফ। দুজনের চোখে-মুখে ক্ষিপ্রতা, হাতে শক্তিশালী বন্দুক। বোঝাই যাচ্ছে, নতুন মিশনেও অ্যাকশন-থ্রিলে চমকে দিতে চলেছেন তারা।

শোনা গেছে, সালমানের টাইগারে অতিথি চরিত্রে দেখা যাবে শাহরুখ খানকেও। বলা হয়েছে, চলতি বছরের নভেম্বরে দিওয়ালি উপলক্ষে হিন্দির পাশাপাশি তামিল ও তেলুগু ভাষায়ও মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

প্রায় ৩০০ কোটি রুপি বাজেটে এই সিনেমা নির্মাণ করেছেন মনীশ শর্মা। এতে খল চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইমরান হাশমি। এ ছাড়াও আছেন আশুতোষ রানা, রণবীর শোলে, রিধি ডোগরা প্রমুখ।

চলেই গেলেন

হিথ স্ট্রিক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দিন কয়েক আগেও জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক হিথ স্ট্রিকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়েছিল। এরপর সেই খবরটি নিজেই ভুয়া বলে জানান স্ট্রিক। তবে এবার সত্যিই না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক এই পেস বোলিং কোচ। তার স্ত্রী নাদিনে স্ট্রিক এক ফেসবুক পোস্টে সেই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এছাড়া জিম্বাবুয়ের সংবাদমাধ্যম হেরাল্ডকে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তার বাবা ডেনিস স্ট্রিকও।

ফেসবুক পোস্টে তার স্ত্রী বলেন, '২০২৩ সালে ৩ সেপ্টেম্বর (আজ) ভোরে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসা এবং আমার সুন্দর সন্তানদের বাবাকে ফেরেশতাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেখানে তিনি নিজ পরিবার ও স্বজনদের সঙ্গে শেষ দিনগুলো কাটাতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রেম এবং শান্তিতে আচ্ছাদিত ছিলেন এবং একা পার্কে হাঁটেননি। আমাদের আত্মা অনন্তকালের জন্য আবদ্ধ, স্ট্রিকি। যতক্ষণ না আমি আবারও তোমাকে আঁকড়ে ধরি।'

অনেকদিন ধরেই ক্যান্সারের সঙ্গে লড়ছিলেন ৪৯ বছর বয়সী সাবেক এই তারকা ক্রিকেটার। চলতি বছরের মে মাসে খবর বেরিয়েছিল, লিভার এবং কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত তিনি। ডাক্তারের পক্ষ থেকে জানা যায় হিথ স্ট্রিকের বাঁচার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। এরপর থেকে তিনি ডাক্তারের নিবিড় পর্যবেক্ষণে ছিলেন।

জিম্বাবুয়ের সাবেক এই পেস বোলার বাংলাদেশ জাতীয় দলের সঙ্গেও কাজ করেছেন লম্বা সময় ধরে। আফ্রিকান দেশটির সর্বকালের সেরা বোলার তিনি। জিম্বাবুয়ের হয়ে ১০০ উইকেট শিকার করা প্রথম বোলার তিনি। দেশটির হয়ে টেস্টে ২০০ উইকেট শিকার করা একমাত্র বোলার স্ট্রিক। এমনকি তাদের হয়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় সপ্তম স্থানে আছে তার নাম। স্ট্রিক জিম্বাবুয়ের হয়ে ৬৫টি টেস্ট এবং ১৮৯টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। বল হাতে খ্যাতি পেলেও একজন অলরাউন্ডার হিসেবেই তাকে মনে রাখবে ক্রিকেট বিশ্ব। জিম্বাবুয়ের জার্সিতে সর্বোচ্চ উইকেট দখলের কীর্তিও তারই। ৪৫৩ উইকেট নিয়ে সবার ওপরেই আছেন তিনি। সেইসঙ্গে ব্যাট হাতে করেছেন ৪ হাজার ৯৩৩ রান। ২০০০ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন দলের অধিনায়ক ছিলেন স্ট্রিক। অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার, গ্র্যান্ট ফ্লাওয়ার, হেনরি ওলেঙ্গাদের নিয়ে জিম্বাবুয়েকে বিশ্ব ক্রিকেটের নামি মুখ করে তোলার পেছনে অন্যতম কারিগর ছিলেন এই পেসার।

টেস্টে ২২.৩৫ গড়ে হিথ স্ট্রিকের সংগ্রহ ১৯৯০ রান। এই ফরম্যাটে ২৮.১৪ গড়ে ২১৬ উইকেট নিয়েছেন। সাদা বলের ক্রিকেটে তার রান ২৯৪৩ রান, সেইসঙ্গে আছে ২৩৯টি উইকেট। ২০০৫ সালে ক্রিকেট থেকে অবসরে যান তিনি। এরপর যুক্ত হয়েছিলেন কোচিং পেশার সঙ্গে। বাংলাদেশ জাতীয় দলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

২৫০ উইকেটের মাইলস্টোন

স্পর্শ করলেন আফ্রিদি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হলেও সুপার ফোরে উঠেছে পাকিস্তান। ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিয়েছে দুই দল। আগের ম্যাচে নেপালকে হারানোয় ২ আর গতকালের ১ মিলিয়ে ৩ পয়েন্ট নিয়ে সুপার ফোরে উঠে গেছে বাবর আজমের দল।

তবে গতকাল টস জিতে ব্যাটিং নেওয়ার পর সবার কৌতূহল ছিল শাহিন শাহ আফ্রিদির বল রোহিত কীভাবে সামাল দেন। প্রথম দুই ওভার সামাল দিতে পারলেও পরের ওভারে পারেননি রোহিত। শাহিনের ইন সুইং ভারত অধিনায়কের ব্যাট-প্যাডের ফাঁক গলে আঘাত হানে স্টাম্পে। কিছুক্ষণ পর শাহিনের শিকার হয়ে ফিরতে হয় কোহলিকেও। পরে হার্দিক পান্ডিয়া ও জাদেজার উইকেটও নেন তিনি। ১০ ওভারে ৩৫ রান দিয়ে ২ মেডেনসহ মোট ৪ উইকেট শিকার করেন শাহিন। এতে করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব সংস্করণ মিলিয়ে তার উইকেট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫১। তিনি মোট ১২০ ম্যাচ খেলেছেন।

এ ছাড়া এশিয়া কাপের ওয়ানডে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ১০ ইউকেট নিয়েছেন পাকিস্তানের পেসাররা। গতকাল আফ্রিদি চার উইকেট ছাড়াও নাসিম ও রউফ ৩টি করে উইকেট নেন।

ধোনির নজির ছুঁলেন ঈশান কিষান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ভারতকে খেলায় ফিরিয়েছেন ঈশান কিষান। হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ১৩৮ রানের জুটি বেঁধেছেন তিনি। অর্ধশতরান করেছেন ঈশান। একটা সময় দেখে মনে হয়েছিল শতরানও হয়ে যাবে। কিন্তু ৮২ রান করে আউট হয়ে যান তিনি। শতরান না করতে পারলেও মহেন্দ্র সিংহ ধোনির নজির ছুঁয়েছেন ঈশান। ভারতের হয়ে ওয়ানডে ক্রিকেটে পর পর চার ম্যাচে অর্ধশতরান করেছেন তিনি।

এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ানডে ম্যাচেই অর্ধশতরান করেছিলেন ঈশান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভাল খেলায় ভারতের এশিয়া কাপের দলে সুযোগ পান তিনি। লোকেশ রাহুল পুরো সুস্থ না থাকায় প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাঠেও নামেন। দলকে চাপের মধ্যে থেকে বের করে আনেন ঈশান। করেন আরও একটি অর্ধশতরান।

ভারতের প্রথম উইকেটরক্ষক হিসেবে পর পর চারটি ওয়ানডে ম্যাচে অর্ধশতরান করার নজির ছিল ধোনির। দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক হিসেবে সেটি করে দেখালেন ঈশান। তার এই ইনিংসের পরে এশিয়া কাপের বাকি ম্যাচগুলোতে তাকে হয়তো বসিয়ে রাখার সাহস দেখাবে না ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শুরুতে চাপে পড়ে যায় ভারতীয় ব্যাটিং। শাহিন শাহ আফ্রিদি ও হ্যারিস রউফের দাপটে ৯.৫ ওভারে ৪৮ রানে ৩ উইকেট হারায় ভারত। ফিরে যান রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও শ্রেয়াস আয়ার। ব্যাট করতে নামেন ঈশান। প্রথমে শুভমন গিলের সঙ্গে জুটি বাঁধার চেষ্টা করেন তিনি। শুভমন আউট হওয়ার পরে হার্দিকের সঙ্গে জুটি বাঁধেন। এই জুটিই ভারতকে লড়াই করার জায়গায় নিয়ে যায়।

তবে গতকালের ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে। এতে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিয়েছে ভারত-পাকিস্তান। আগের ম্যাচে নেপালকে হারানোয় ২ আর গতকালের ১ মিলিয়ে ৩ পয়েন্ট নিয়ে সুপার ফোরে উঠে গেছে বাবর আজমের দল।

ইউরো বাছাই পর্ব:

পর্তুগালের স্কোয়াড ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আসন্ন ইউরো ২০২৪ বাছাইপর্বে স্লোভাকিয়া ও লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য পর্তুগাল দলে ডাক পেয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। বাছাই পর্বে এ পর্যন্ত চার ম্যাচ শেষে শতভাগ জয়সহ ১২ পয়েন্ট নিয়ে 'জে' গ্রুপের শীর্ষে অবস্থান করছে পর্তুগাল।

আগামী শুক্রবার ব্রাস্তিলাভায় স্লোভাকিয়ার মুখোমুখি হওয়ার তিনদিন পর লুক্সেমবার্গকে আতিথেয়তা দিবে রোনালদো পর্তুগাল। বাছাই পর্বের চার ম্যাচে এ পর্যন্ত পাঁচ গোল করেছেন রোনালদো।

৩৮ বছর বয়সী রোনালদো জুনে আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ম্যাচে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে ২০০ ম্যাচের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন।

পর্তুগাল স্কোয়াড

গোলরক্ষক : দিয়েগো কস্তা, জো সা, রুই প্যাট্রিসিও

ডিফেন্ডার : দিয়োগো ডালোট, নেলসন সেমেডো, হুয়াও ক্যান্সেলো, ডানিলো পেরেইরা, রুবেন দিয়াস, এন্টোনিও সিলভা, গনসালো ইনাসিও, টোটি

মিডফিল্ডার : হুয়াও পালহিনহা, রুবেন নেভেস, ব্রুনো ফার্নান্দেজ, ওটাভিও, ভিটিনহা, বার্নার্ডো সিলভা

ফরোয়ার্ড : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, রাফায়েল লিয়াও, রিকার্ডো হোর্তা, হুয়াও ফেলিক্স, পেড্রো নেটো, গনসালো রামোস, দিয়েগো জোতা।

সুপার ফোরে উঠতে

ভারতের সামনে অঙ্ক কী?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ায় পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিয়েছে দুই দল। আগের ম্যাচে নেপালকে হারানোয় ২ আর গতকালের ১ মিলিয়ে ৩ পয়েন্ট নিয়ে সুপার ফোরে উঠে গেছে বাবর আজমের দল।

তাহলে কি এশিয়া কাপের পরের পর্বে যেতে পারবে ভারত? পয়েন্টের অঙ্কে কত নম্বরে থাকবে তারা?

শনিবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সেটাই সত্যি হয়েছে। ভারত প্রথমে ব্যাট করে ২৬৬ রান করে। কিন্তু তার পর আর খেলা হয়নি। তাই ম্যাচ বাতিল বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। পয়েন্ট ভাগ হয়ে যায় দুই দলের মধ্যে। এতে এশিয়া কাপের পরের পর্বে ভারতের যাওয়ার অঙ্ক কী?

এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে হেরেছে নেপাল। সোমবার নেপালের বিরুদ্ধে ম্যাচ রোহিতদের। সেই ম্যাচ জিতলে ভারতের সুপার ফোরে যাওয়ার রাস্তা পাকা।

যদি ভারত হেরে যায়, তাহলে দু'পয়েন্ট নিয়ে সুপার ফোরে যাবে নেপাল। যদিও নেপাল অনেকটাই দুর্বল দল, সে হিসেবে তাদের পরের রাউন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

রিপ্লে দেখে কী হবে, তুমি তো আউট;

কোহলিকে ওয়াকারের খোঁচা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রান করতে পারেননি বিরাট কোহলি। শাহিন শাহ আফ্রিদির বলে ৪ রান করে আউট হয়ে গেছেন কোহলি। তিনি আউট হওয়ার পরে ভারতীয় ব্যাটারকে খোঁচা দিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার ওয়াকার ইউনিস।

এশিয়া কাপে ধারাভাষ্যকার হিসাবে রয়েছেন ওয়াকার। কোহলি যখন আউট হন তখন তিনি ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন। শাহিনের বল বিরাটের ব্যাটে লেগে উইকেটে গিয়ে লাগে। আউট হওয়ার পরে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন বিরাট। তিনি সাজঘরে ফিরে গিয়ে টেলিভিশনে নিজের আউট হওয়ার রিপ্লে বার বার দেখছিলেন।

তখনই ওয়াকার বলেন, 'এখন তুমি যত ইচ্ছা রিপ্লে দেখতেই পারো। কিন্তু এখন রিপ্লে দেখে কী হবে? তুমি তো আউট হয়েই গিয়েছ।' ওয়াকারের কথা থেকে পরিষ্কার, আউট হওয়ার পরে বার বার রিপ্লে না দেখে ব্যাট করার সময় ভাল খেলতে হবে। না হলে রিপ্লে দেখেও কিছু হবে না। আগেও একইভাবে আউট হয়েছেন কোহলি। সেই কারণেই হয়তো তাকে খোঁচা মেরেছেন ওয়াকার!

হালান্ডের হ্যাটট্রিক,

ফুলহামকে গুঁড়িয়ে দিল ম্যানসিটি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ফুলহামকে ৫-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে ইংলিশ জায়ান্ট ম্যানচেস্টার সিটি। তবে তাদের জন্য স্বস্তির খবর আগের মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা আর্লিং হালান্ডের গোলে ফেরাটা। কারণ সর্বশেষ তিন ম্যাচে তিনি জালের দেখা পাননি। ফুলহামকে পেয়ে সেটির একেবারে ষোলআনা আদায় করে নিয়েছেন এই নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার। ফলে মৌসুমের প্রথম হ্যাটট্রিকেরও দেখা পেয়ে গেছেন তিনি।

পেপ গার্দিওলার দলটির জয়ের দিনে একটি করে গোল পেয়েছেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড জুলিয়ান আলভারেজ ও ডাচ ডিফেন্ডার নাথান একে। আলভারেজই সিটির হয়ে ম্যাচে গোলের সূচনা করেন। ৩১ মিনিটে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডকে গোলটিতে সহায়তা করেন হলান্ড। এরপর অবশ্য সেই লিড ধরে রাখতে পারেনি ফুলহাম। বিরতিতে যাওয়ার আগমুহূর্তে আবারও এগিয়ে যায় ম্যানসিটি। ফিল ফোডেনের অ্যাসিস্টে একে এবার জালের দেখা পান।

দ্বিতীয়ার্ধে ফুলহাম রক্ষণের ভুলে বল পেয়ে যান এর আগে গোল না পাওয়া হলান্ড। ৫৮ মিনিটে তিনি নিজের গোলখরা কাটানোর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় গোল পেয়ে যায় ইতিহাদের দলটি। এরপর ম্যাচের ৭০ মিনিটে আকাশি জার্সিধারীদের পক্ষে পেনাল্টি আদায় করে নেন আলভারেজ। নরওয়েজিয়ান তারকা সেখান থেকে সফল স্পট কিকে গোলের জোড়া পূর্ণ করেন।

ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজানোর আগমুহূর্তে নিজের প্রথম হ্যাটট্রিকও আদায় করেন হলান্ড। ম্যানসিটির বড় জয় নিশ্চিত আগেই নিশ্চিত হয়েছিল, এবার যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে করা তার গোলটি আরও বাড়িয়ে তোলে। টানা চার ম্যাচ জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে শীর্ষে অবস্থান করছে গার্দিওলার দল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR